বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

আধুনিক যুগ ১০:

শামসুর রাহমান

শরৎচন্দ্র

তারাশঙ্কর

শাহ আব্দুল করিমের গান ও লোকগান

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

তিতাস একটি নদীর নাম
একাত্তরের দিনগুলি
আমি বীরাঙ্গনা বলছি
শেখ-মুজিবুর রহমানের তিনটা বই

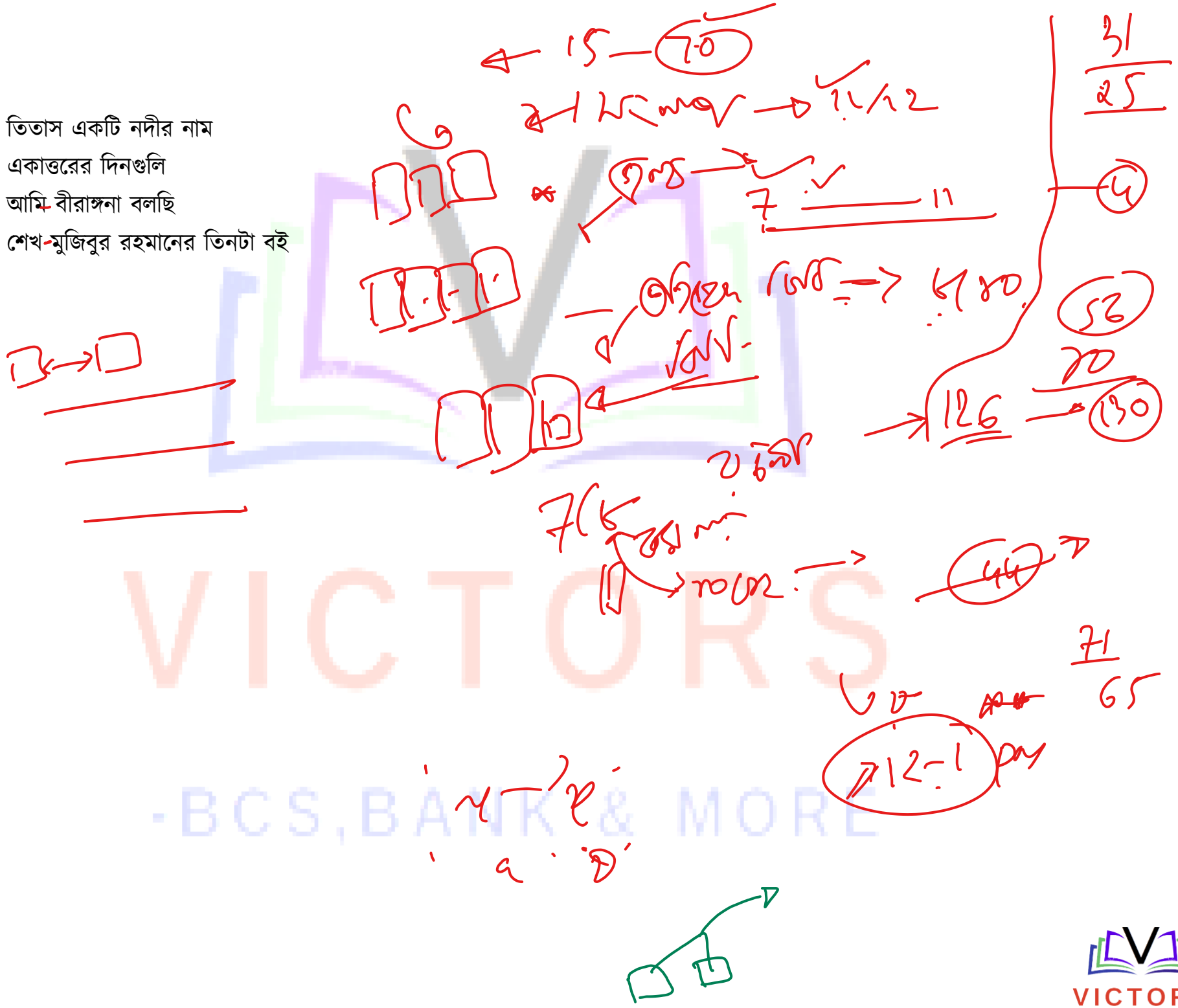

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

শামসুর রাহমান

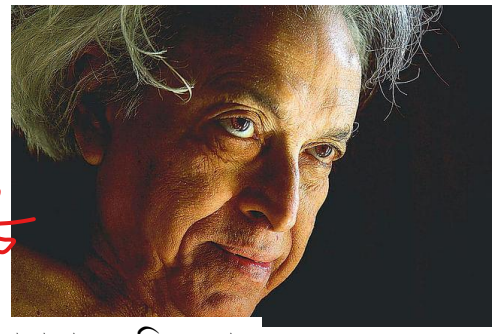

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শামসুর রাহমান। নাগরিক কবি, স্বাধীনতার কবি, গণতন্ত্রের কবি, ভালোবাসার কবি, সমাজ বাস্তবতার কবি—এমন নানা অভিধায় অভিষিক্ত তিনি। কিন্তু সত্য এটাই যে, এই কবিকে খণ্ডিতভাবে কোনো অভিধাতেই অভিষিক্ত করার সুযোগ নেই। তিনি একজন সম্পূর্ণ কবি। ৬৯-এর গণ-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ কবিকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। নিমগ্নচিত্তে তিনি লিখে যান একের পর এক কবিতা। বিখ্যাত কবিতা 'আসাদের শার্ট ' তিনি রচনা করেন গণ-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। 'আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা, কলুষ আর লজ্জা/সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক;/আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।' কবিতাটা এতই উদ্দীপক ছিল যে, যুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধক্যাম্পে এ কবিতা আউড়াতেন। এ কবিতা তাদের আরো বেশি করে লড়াই-এ অনুপ্রেরণা জোগাত।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

মিথের ব্যবহার:

পুরাণ বা মিথ প্রকৃতপক্ষে সমাজ ও জাতির সাংস্কৃতিক মৌলিক উপাদান। মানব সভ্যতার বিবর্তনের মিথের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। 'মিথ' বা পুরাণের সঙ্গে মানবসমাজের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারাক্রম অনুসরণ করেই শামসুর রাহমানও কবিতায় মিথ বা পুরাণের ব্যবহার করেছেন। তিনি সমকালীন জগৎ ও জীবন থেকেই পুরাণের ধারণা সংগ্রহ করেছেন। জাতির মানবিকবোধ, ব্যক্তি-চেতনার গভীরতা, প্রেমের বিচিত্র রূপ আবিষ্কারে শামসুর রাহমান মিথের সহায়তা গ্রহণ করেছেন বলতে পারি। শুধু ইউরোপীয় মিথ কেন, কবিতায় তিনি অকৃপণভাবে প্রাচ্যের মিথও ব্যবহার করেছেন আর এভাবেই আধুনিক জীবন-যন্ত্রণার নানা বাঁক তার কবিতায় উন্মোচিত হয়েছে। কবি শামসুর রাহমান প্রতীক ব্যবহারের মধ্য দিয়েও কাব্য-সৌন্দর্য নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছেন। ফলে তার কবিতার অলি-গলিতে প্রবেশ করতে হলে প্রতীকের হাত ধরেই প্রবেশ করতে হয় বলে সমালোচকদের অভিমত। রূপক-উপমা-প্রতীকের মধ্য দিয়ে তিনি কবিতার বিষয়কেও আত্মস্থ করে নিয়েছেন।

শাসকের অত্যাচার-নির্যাতন যখন বাংলাদেশের জনগণের ওপর চলছিল তখন কবি স্যামসনের মতোই আশাবাদী ভূমিকা গ্রহণ করে অপেক্ষা করেছেন সুদিনের। তিনি বিশ্বাস করেন সুদিন একদিন আসবেই; এই অত্যাচার-নির্যাতনের অবসান ঘটবে, শেষ পর্যন্ত জনগণই জয়ী হবে। কবি শামসুর রাহমান নিজের বাস্তবতা চিত্রিত করেছেন বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে (১৯৭৭) কাব্যগ্রন্থের 'নেকড়ের মুখে আফ্রোদিতি' কবিতায়। ডায়োমিডিসের আঘাতে যেভাবে প্যারিসকে উদ্ধার করতে গিয়ে দেবী আফ্রোদিতি আহত হয়েছিলেন, কবি নিজেকেই আহত দেবী আফ্রোদিতির সমান্তরাল। যেমন-

হে নিশীথ, আজ আমি কিছুই করতে পারব না।
আমার মগজে ফণীমনসার বন বেড়ে ওঠে,
দেখি আমি পড়ে আছি যুদ্ধধ্বস্ত পথে কী একাকী;
ভীষণ আহত আমি, নেকড়ের মুখে আফ্রোদিতি। [নেকড়ের মুখে আফ্রোদিতি, বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে]

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

শামসুর রাহমানের কবিতায় নিজের কথা, ব্যক্তিজীবনের কথা এসেছে বারবার। ইচ্ছে হয় একটু দাঁড়াই (১৯৮৫) কাব্যগ্রন্থে 'অ্যাকিলিসের গোড়ালি' কবিতায় অসাধ্য বীর অ্যাকিলিসের দুর্বল স্থানের প্রতীকে নিজেকে রূপায়িত করেছেন কবি। অতিক্রান্ত যৌবনে কবি শামসুর রাহমানের ভেতরে প্রবলভাবে মৃত্যুচেতনা জেগে ওঠে। মাত্র পঞ্চাশ পেরিয়ে কবির মনে যে মৃত্যুভীতি জেগেছিল, তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে 'অ্যাকিলিসের গোড়ালি' কবিতায়। প্যারিসের নিক্ষিপ্ত শর যেভাবে অ্যাকিলিসের গোড়ালিতে বিদ্ধ হয়ে তার মৃত্যু ঘটেছিল; তেমনি কবির দুর্বলতা খুঁজে চলেছে মৃত্যুদূত। তাই কবি লেখেন

যমের 'ঈগলদৃষ্টিতে খোঁজে খালি
আমার ধস্ত এ অস্তিত্বের অ্যাকিলিসের গোড়ালি।'
(অ্যাকিলিসের গোড়ালি, ইচ্ছে হয় একটু দাঁড়াই)

হোমারের স্বপ্নময় হাত (১৯৮৫) কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতায় (হোমারের স্বপ্নময় হাত) মহাকবি হোমারের নামে প্রচলিত পুরাণ-কথার সঙ্গে শামসুর রাহমান স্বীয় অস্তিত্বের যোগসূত্র খুঁজেছেন।

শামসুর রাহমানে ইকারুসের আকাশ (১৯৮২) কাব্যগ্রন্থের কথা আগেই উলেস্নখ করেছি। এই গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায় পুরাণ বা মিথ ব্যবহার করা হয়েছে। ডেডেলাসের পুত্র ইকারুস আত্ম-আবিষ্কারের নেশায় এবং তারুণ্যের স্পর্ধায় মোমের পাখা নিয়ে উঁচুতে উড়তে গিয়ে প্রখর সূর্যতাপে পাখা গলে গিয়ে নির্মম মৃত্যুবরণ করেছিল। ইকারুসের এই পরিণতি শামসুর রাহমান নিজ সত্তায় অনুভব করেছেন এভাবে-

জেনেও নিয়েছি বেছে অসম্ভব উত্তপ্ত বলয়
পাখা মেলবার, যদি আমি এড়িয়ে ঝুঁকির আঁচ
নিরাপদ নিচে উড়ে উড়ে গন্তব্যে যেতাম পৌঁছে
তবে কি পেতাম এই অমরত্বময় শিহরণ? [ইকারুসের আকাশ, ইকারুসের আকাশ]

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

ইকারুসের তারুণ্য দীপ্ত মন এবং ট্র্যাজিক পরিণামের মধ্যে শামসুর রাহমান মূলত নিজেকে আবিষ্কার করেছেন। ডেডেলাসের মধ্য দিয়ে মূলত কবি শামসুর রাহমান তারুণ্যকে আহ্বান করেছে এবং স্বাধীনতার স্বপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।

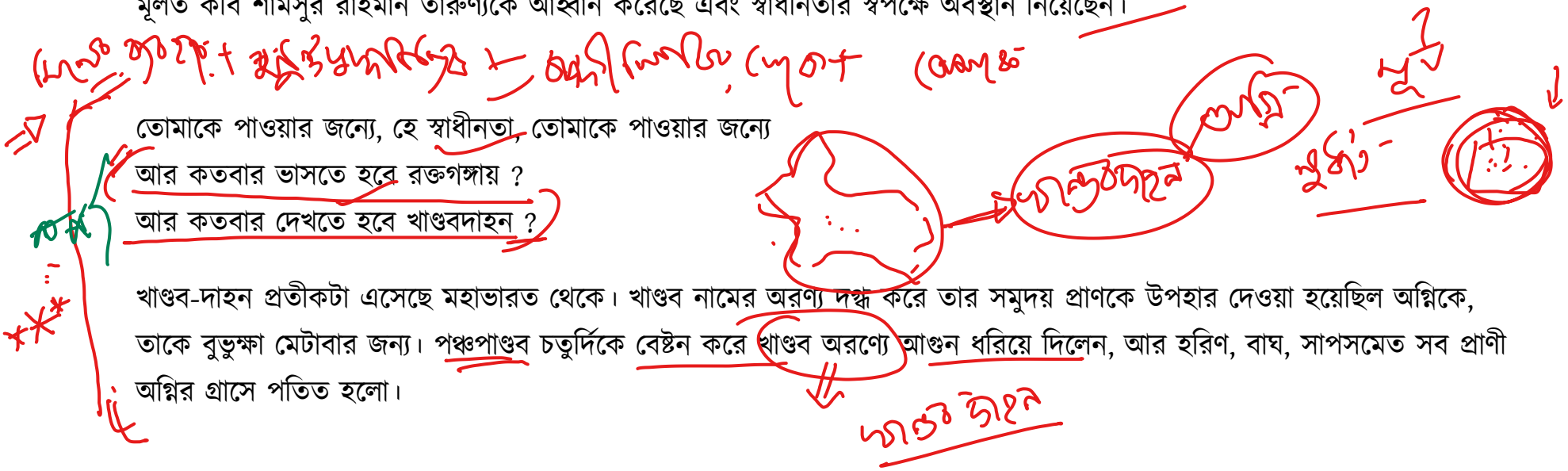

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায় ?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন ?

খাণ্ডব-দাহন প্রতীকটা এসেছে মহাভারত থেকে। খাণ্ডব নামের অরণ্য দগ্ধ করে তার সমুদয় প্রাণকে উপহার দেওয়া হয়েছিল অগ্নিকে, তাকে বুভুক্ষা মেটাবার জন্য। পঞ্চপাণ্ডব চতুর্দিকে বেষ্টন করে খাণ্ডব অরণ্যে আগুন ধরিয়ে দিলেন, আর হরিণ, বাঘ, সাপসমেত সব প্রাণী অগ্নির গ্রাসে পতিত হলো।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

বন্দী শিবির থেকে:

বন্দী শিবির থেকে কবিতায় বিধৃত হয়েছে একাত্তরের বন্দিজীবন। প্রাণভয়ে সন্ত্রস্ত পুরুষ-মহিলা, ছেলে-মেয়ে-বুড়ো। শহরজুড়ে পাকিস্তানি সেনাদের অত্যাচার, গুলি, নির্যাতন, লাশের পাহাড়।

'সমস্ত শহরে/সৈন্যরা টহল দিচ্ছে, যথেচ্ছ করছে গুলি, দাগছে কামান/এখন চালাচ্ছে ট্যাঙ্ক যত্রতত্র।
মরছে মানুষ/পথে ঘাটে, ঘরে যেন প্লেগবিদ্ধ রক্তাক্ত ইঁদুর।' (পথের কুকুর)।

'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা 'মধুস্মৃতি'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনের নামকরণ করা হয়েছে 'শ্রী মধুসূদন দে'-এর নামে। মধুদা বলেই তিনি ছাত্র-শিক্ষক সবার অতি কাছের আর প্রিয় মানুষ ছিলেন। মধুর ক্যানটিন এ দেশের সব জাতীয় আন্দোলনের বীজগৃহ। একাত্তরের ২৫ মার্চ মধুদাকে ঘাতকরা নির্মমভাবে হত্যা করে। মধুদার স্মৃতির উদ্দেশে কবি রচনা করেন অমর কবিতা 'মধুস্মৃতি'।

আপনার নীল লুঙ্গি মিশেছে আকাশে,
মেঘে ভাসমান কাউন্টার। বেলা যায়, বেলা যায়
ত্রৈকালজ্ঞ পাখি ওড়ে, কখনো স্মৃতির খড়কুটো
ব্যাকুল জমায়, আপনার স্বাধীন সহিষ্ণু মুখ-
হায়, আমরা তো বন্দি আজও-মেঘের কুসুম থেকে
জেগে ওঠে, ক্যাশবাক্স রঙিন বেলুন হয়ে ওড়ে।

বিশ্বাস করুন,
ভার্সিটি পাড়ায় গিয়ে আজও মধুদা মধুদা বলে খুব
ঘনিষ্ঠ ডাকতে সাধ হয়।

VICTORS -BCS,BANK & MORE

কবি মুক্তিযুদ্ধে যাননি। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তার ছিল না। ছিল দেশপ্রেম। সেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কবিতা লিখেছেন একের পর এক। সাহস আর শক্তি সঞ্চারিত করেছেন বাঙালির মনে। তার গণ-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক লেখাগুলো নিয়ে ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয় 'বন্দিশিবির থেকে'। সে বই-এর এক অনবদ্য কবিতা 'তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা'।

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা,
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায় ?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন ?

তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো,
সিঁথির সিঁদুর গেল হরিদাসীর।

তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,
শহরের বুকে জলপাইয়ের রঙের ট্যাঙ্ক এলো
দানবের মত চিৎকার করতে করতে

-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

অথচ এদেশে আমি আজ দমবদ্ধ
এ বন্দী-শিবিরে
মাথা খুঁড়ে মরলেও পারি না করতে উচ্চারণ
মনের মতন শব্দ কোনো।
মনের মতন সব কবিতা লেখার
অধিকার ওরা
করেছে হরণ।

স্বাধীনতা তুমি
রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।

স্বাধীনতা তুমি
খোকার গায়ের রঙিন কোর্তা,
খুকীর অমন তুলতুলে গালে
রৌদ্রের খেলা।

-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

প্রতিবাদী কবি

শামসুর রাহমান স্বৈরশাসক আইয়ুব খানকে বিদ্রুপ করে ১৯৫৮ সালে সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত সমকাল পত্রিকায় লেখেন 'হাতির শুঁড়' নামক কবিতা।

বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান যখন কারাগারে তখন তাকে উদ্দেশ্য করে লেখেন অসাধারণ কবিতা 'টেলেমেকাস' (১৯৬৬ বা ১৯৬৭ সালে)।

১৯৬৮ সালের দিকে পাকিস্তানের সব ভাষার জন্য অভিন্ন রোমান হরফ চালু করার প্রস্তাব করেন আইয়ুব খান যার প্রতিবাদে আগস্টে ৪১ জন কবি, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও সংস্কৃতিকর্মী এর বিরুদ্ধে বিবৃতি দেন যাদের একজন ছিলেন শামসুর রাহমানও। কবি ক্ষুব্ধ হয়ে লেখেন মর্মস্পর্শী কবিতা 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা'।

১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি গুলিস্তানে একটি মিছিলের সামনে একটি লাঠিতে শহীদ আসাদের রক্তাক্ত শার্ট দিয়ে বানানো পতাকা দেখে মানসিকভাবে মারাত্মক আলোড়িত হন শামসুর রাহমান এবং তিনি লিখেন 'আসাদের শার্ট' কবিতাটি।

১৯৭০ সালের ২৮ নভেম্বর ঘূর্ণিদুর্গত দক্ষিণাঞ্চলের লাখ লাখ মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় ও মৃত্যুতে কাতর কবি লেখেন 'আসুন আমরা আজ ও একজন জেলে' নামক কবিতা।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পরিবার নিয়ে চলে যান নরসিংদীর পাড়াতলী গ্রামে। এপ্রিলের প্রথম দিকে তিনি লেখেন যুদ্ধের ধ্বংসলীলায় আক্রান্ত ও বেদনামথিত কবিতা 'স্বাধীনতা তুমি' ও 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা'।

শামসুর রাহমান ১৯৮৭ সালে এরশাদের স্বৈরশাসনের প্রতিবাদে দৈনিক বাংলার প্রধান সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৮৭ থেকে পরবর্তী চার বছরের তিনি প্রথম বছরে 'শৃঙ্খল মুক্তির কবিতা', দ্বিতীয় বছরে 'স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কবিতা', তৃতীয় বছরে 'সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কবিতা' এবং চতুর্থ বছরে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কবিতা' লেখেন। ১৯৯১ সালে এরশাদের পতনের পর লেখেন 'গণতন্ত্রের পক্ষে কবিতা'।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

কাব্যগ্রন্থ - ৬৬(* ''প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে'' (১৯৬০)

* ''রৌদ্র করোটিতে'' (১৯৬৩)

* ''বিধ্বস্ত নিলীমা'' (১৯৬৭)

''নিরালোকে দিব্যরথ'' (১৯৬৮)

* ''নিজ বাসভূমে'' (১৯৭০)

''বন্দী শিবির থেকে'' (১৯৭২)

- * ''ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাটা'' (১৯৭৪)
- * ''আমি অনাহারী'' (১৯৭৬)
- * ''শূন্যতায় তুমি শোকসভা'' (১৯৭৭)
- *** ''বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে'' (১৯৭৭) ***
- ''প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে'' (১৯৭৮) *
- ''ইকারুসের আকাশ'' (১৯৮২)
- ''উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে'' (১৯৮৩) *
- ''কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি'' (১৯৮৩)
- *** ''বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়'' (১৯৮৮)**
- * ''হরিণের হাড়'' (১৯৯৩) *
-

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

উপন্যাস - ৪টি 'অক্টোপাশ' (১৯৮৩), 'অদ্ভুত আঁধার এক' (১৯৮৫), 'নিয়ত মন্তাজ' (১৯৮৫), 'এলো সে অবেলায়' (১৯৯৪),

প্রবন্ধগ্রন্থ - 'আমৃত্যু তার জীবনানন্দ' (১৯৮৬), 'কবিতা এক ধরনের আশ্রয়' (২০০২)

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

কবি শামসুর রাহমান যেমন একজন কবি হিসেবে খ্যাতিমান তেমনি তার শিশুদের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা ছিল। একারণে তিনি শিশুদের জন্য লিখেছেন বেশ ক'টি বই।

- এলাটিং বেলাটিং (১৯৭৪)
- লাল ফুলকির ছড়া (১৯৯৫)
- আমের কুঁড়ি জামের কুঁড়ি (২০০৪)

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

মোতাহের হোসেন চোধুরী

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৫ - ১৯৩৮

ঙালির জীবনের আনন্দ-বেদনাকে সাবলীল স্বচ্ছন্দ ভাষায় যে কথাশিল্পী পরম সহানুভূতি ভরে তুলে ধরেছেন বাংলা সাহিত্যে, তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর বই সমূহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে, এবং বিশ্বব্যাপী পাঠকের কাছে হয়েছে সমাদৃত। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর বই সমগ্র দেবদাস, শ্রীকান্ত, রামের সুমতি, দেনা-পাওনা, বিরাজবৌ ইত্যাদি থেকে বাংলাসহ ভারতীয় নানা ভাষায় নির্মিত হয়েছে অসাধারণ সফল সব চিত্রনাট্য ও চলচ্চিত্র। সাহিত্যকর্মে অসাধারণ অবদানের জন্য এই খ্যাতিমান বাংলা সাহিত্যিক কুন্তলীন পুরস্কার, জগত্তারিণী স্বর্ণপদক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিলিট উপাধি লাভ করেন।

উপন্যাস

- বড়দিদি, ১৯০৭
- বিরাজবৌ, ১৯১৪
- পরিণীতা, ১৯১৪
- পন্ডিতমশাই, ১৯১৪
- পল্লী-সমাজ, ১৯১৬
- বৈকুণ্ঠের উইল, ১৯১৬
- অরক্ষণীয়া, ১৯১৬
- শ্রীকান্ত ১৯১৭

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

- দেবদাস, ১৯১৭
- চরিত্রহীন, ১৯১৭
- দত্তা, ১৯১৮
- গৃহদাহ, ১৯২০
- বামুনের মেয়ে, ১৯২০
- দেনা পাওনা, ১৯২৩
- শেষ প্রশ্ন, ১৯৩১
- বিপ্রদাস, ১৯৩৫
- শেষের পরিচয় ,১৯৩৯}
- পরিনীতা

নাটক

- ষোড়শী, ১৯২৮
- রমা, ১৯২৮
- বিজয়া, ১৯৩৫

গল্প

- রামের সুমতি ১৯১৪
- বিন্দুর ছেলে, ১৯১৪
- পথ-নির্দেশ, ১৯১৪

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

- মেজদিদি, ১৯১৫
- আঁধারে আলো ১৯১৫
- দর্পচূর্ণ ১৯১৫
- কাশীনাথ, ১৯১৭
- স্বামী, ১৯১৭
- একাদশী বৈরাগী
- **বিলাসী, ১৯২০**
- **মহেশ, ১৯২৬**
- অভাগীর স্বর্গ, ১৯২৬
- মন্দির,

প্রবন্ধ

- নারীর মূল্য

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)

বাংলা গদ্যসাহিত্যের সমৃদ্ধ শাখা কথাসাহিত্য। আর কথাসাহিত্যিক হিসেবে যে-কজন লেখক এই ধারাকে আকাশচুম্বী আসনে পৌঁছে দিয়েছেন, তাঁদের অন্যতম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)। তাঁর উপন্যাস সমাজের দর্পণ। খেটে খাওয়া মানুষের জীবনেরই ভাষ্য হয়ে উঠেছে তাঁর প্রতিটি গল্প-উপন্যাস। সমাজের প্রান্ত-শ্রেণি কিভাবে তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে, তাদের প্রেম-বিচ্ছেদ, পাওয়া না-পাওয়ার সামগ্রিক রূপ, গ্রামীণ জীবনে টিকে থাকার দৈনন্দিন সংগ্রাম প্রভৃতির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এক একটি নিটোল সাহিত্য। যেই সাহিত্য খটখটে রৌদ্রের মাঝে এক পশলা বৃষ্টির মতো শীতল অনুভূতি সৃষ্টি করে। আবার কখনো গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে হারিয়ে যেতে হয় দূর অজনায়। চরিত্রগুলোর প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি যেন পাঠকের আপনার হয়ে ওঠে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যে সময় আঞ্চলিক উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হন, সেই সময় বাংলা সাহিত্যে গ্রামীণ জীবন কেন্দ্র করে আধুনিক উপন্যাস রচনায় কিছুটা ভাটা পড়েছিল। এই পরিস্থিতিতে তারাশঙ্কর সারাজীবন পরিচিত ভূখে র জনজীবন থেকেই নিজের উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ করে গিয়েছেন। ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর উপন্যাসে কল্পনার অবকাশ থাকলেও এগুলো প্রধানত বাস্তব জীবন ও সমাজচিত্রের আধারে গড়ে উঠেছে। এই কারণে গবেষক সুরেশচন্দ্র মৈত্র লিখেছেন, তারাশঙ্কর হলেন 'রাঢ়ের অকৃত্রিম একনিষ্ঠ শিল্পী; চ ীদাসের পর বাংলা সাহিত্যে রাঢ়ের এত বড় নাগরিক দেখা দেননি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস চৈতালী ঘূর্ণি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। তাঁর প্রথম পর্বের অন্য উপন্যাসগুলো হলো- পাষাণপুরী, নীলকণ্ঠ, রাইকমল, প্রেম ও প্রয়োজন ও আগুন। তারাশঙ্করের প্রথম উপন্যাস চৈতালী ঘূর্ণি সম্পর্কে প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন, 'তারাশঙ্কর সাহিত্যজীবনে রাঢ়ের গ্রামাঞ্চল নিয়ে বহু সার্থক ও সুবৃহৎ উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু সে সমস্ত উপন্যাসের প্রায় তাবৎ উপাদানই বীজাকারে যেন তুলনায় নিতান্ত ক্ষুদ্রাকার 'চৈতালী ঘূর্ণি'র মধ্যেই সঞ্চিত।"

তারাশঙ্করের উপন্যাস রচনার দ্বিতীয় পর্বে প্রকাশিত উপন্যাসগুলো হলো- ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, গণদেবতা, মন্বন্তর, পঞ্চগ্রাম, কবি, সন্দীপন পাঠশালা, অভিযান ও ঝড় ও ঝরাপাতা।

তৃতীয় পর্বে এসে তারাশঙ্করের উপন্যাসগুলো এক নতুন মোড় নিয়েছে। এই পর্বের উপন্যাসগুলো হলো- পদচিহ্ন, উত্তরায়ণ, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, তামস তপস্যা, নাগিনী কন্যার কাহিনী, আরোগ্য নিকেতন, চাঁপাডাঙার বৌ, পঞ্চপুত্তলি, বিচারক, সপ্তপদী, বিপাশা, রাধা, মানুষের মন ও ডাকহরকরা।

এই পর্বের উপন্যাসগুলো হলো- মহাশ্বেতা, যোগভ্রষ্ট, না, নাগরিক, নিশিপদ্ম, যতিভঙ্গ, কান্না, কালবৈশাখী, একটি চড়ুই পাখি ও কালো মেয়ে, জঙ্গলগড়, মঞ্জরী অপেরা, সংকেত, ভুবনপুরের হাট, বসন্তরাগ, স্বর্গমর্ত্য, বিচিত্রা, গন্না বেগম, অরণ্যবহ্নি, হীরাপান্না, মহানগরী, গুরুদক্ষিণা, শুকসারি কথা, কীর্তিহাটের কড়চা ও শঙ্করীবাঈ। এই পর্বের উপন্যাসে তারাশঙ্কর জনজীবনের চিত্রণ ছেড়ে আকৃষ্ট হয়েছেন নিয়তির খেলা ও অধ্যাত্মবাদের প্রতি।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

তারাশঙ্করের উপন্যাস রচনার সর্বশেষ এই পর্বের উপন্যাসগুলো হলো- মণিবৌদি, ছায়াপথ, কালরাত্রি, রূপসী বিহঙ্গিনী, অভিনেত্রী, ফরিয়াদ, সুতপার তপস্যা ও একটি কালো মেয়ে, নবদিগন্ত। এই পর্বে তারাশঙ্কর উপন্যাস রচনার প্রচলিত রীতিটিকে ভেঙেছেন। মণিবৌদি, অভিনেত্রী, ফরিয়াদ, একটি কালো মেয়ে ও সুতপার তপস্যা উপন্যাসে ঘটনার বিন্যাসে কথকতার পারম্পর্য রক্ষিত হয়নি। লেখকের বক্তব্য ও চরিত্রের কথা সমান্তরালভাবে এসেছে এবং তার সঙ্গে মিশে গেছে আখ্যানভাগ।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

তারাশঙ্করের বেশিরভাগ কথাসাহিত্যের প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছে বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলের সাঁওতাল, বাগদি, ডোম, বাউরি, বোষ্টম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কাহিনি নিয়ে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাড়াজাগানো উপন্যাস 'কবি'(১৯৪৩। এই উপন্যাসে তিনি অন্ত্যজ শ্রেণির জীবন চারিত্র্যের রূপকার হিসেবে নিজে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

অন্ত্যজ শ্রেণির একজন কবিয়ালের জীবনকে উপজীব্য করে 'কবি' উপন্যাসটি রচিত। কবিয়ালের নাম নেতাইচরণ। সংক্ষেপে নেতাই। নেতাইয়ের জন্ম হিন্দুসমাজের পতিততম স্তরের অন্তর্গত ডোমবংশে।

নেতাই প্রেমে মজলেও নিজের অবস্থানগত কারণে প্রেমিকাকে রক্ষা করতে পারেনি। জীবনচক্রে না পাওয়ার বেদনা তাকে পুড়িয়েছে প্রতিনিয়ত। ঠাকুরঝির প্রেমে পড়ে ঘরছাড়া হলেও বসনকেও জীবনে পায়নি। ঘুরতে ঘুরতে বাংলাদেশের সবই তার চেনা কিন্তু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার দুদণ্ড সুখ যা পেয়েছিল, বসনের মৃত্যুর কোলে সব হারিয়ে আবার ফিরে গেছে চিরচেনা গ্রামে। কিন্তু সেখানে এসেও শুনতে পায় ঠাকুরঝির মৃত্যুর খবর। হাহাকারের জীবনী শক্তি পেয়েছে তার রচিত গানে—

এই খেদ আমার মনে
ভালোবেসে মিটল না সাধ, কুলাল না এ জীবনে!
হায়—জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভুবনে?

নেতাই, বসন্ত, ঠাকুরঝি, রাজন, গৌর, বিপ্রপ্রদ, নোটনদাস, মহাদেব; এদের কেউ কবিগানে জীবন অতিবাহিত করেছে। আবার ঝুমুর দলের নাচ-গানের মধ্যেই জীবনের অন্তিমকাল অতিবাহিত করেছে। তবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্ত্যজ শ্রেণির জীবন চরিত্রের রূপায়ণ তাঁর অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর বহন করে। খুব কাছ থেকেই যে জীবনকে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বিরহমিলনের অন্তর্লীন ভালোবাসায় যেন প্রতিফলিত হয়েছে এ উপন্যাসে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অন্ত্যজ শ্রেণির জীবন চারিত্র্য। সমাজ ও মানুষ ছবি। রাঢ় বাংলার এত নিপুণ সমাজ চিত্রায়ণ খুব কম ঔপন্যাসিকের হাতে ভাষা পেয়েছে। যে ভাষা আজ অবধি পাঠককে অবিরত মুগ্ধ করে। সৃষ্টিসম্ভারে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাই কালজয়ী।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

একটি কালো মেয়ের কথা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশকালের দিক থেকে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম উপন্যাস তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'একটি কালো মেয়ের কথা'। ১৯৭১ সালে এটি প্রকাশ পায়। গল্পের নায়ক ডেভিড আর্মস্ট্রং। উপন্যাসের ঘটনাকাল একাত্তরের মার্চ-এপ্রিল, ঘটনাস্থল পূর্ব বাংলা।

বংশপরিচয়ে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান হয়েও ঘটনাচক্রে পূর্ব বাংলায় এসে পড়ে ডেভিড! এ দেশের প্রকৃতি, ভাটিয়ালি গানের সুরে মুগ্ধ ডেভিড বিয়ে করে **মায়াকে**। কিন্তু হঠাৎ মায়াকে হারিয়ে সন্ন্যাসীর মতো হয়ে পড়ে ডেভিড। তার ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনি ও অনুভূতির প্রকাশের আড়ালে মূর্ত হয়ে উঠতে থাকে সেই সময়কার ভয়ানক অবস্থা। লেখক পঁচিশে মার্চের সেই দীর্ঘ ভয়ানক রাতের নৃশংসতার বিবরণ তুলে ধরেছেন, যেটা পড়তে পড়তে চোখের সামনে ভেসে ওঠে সারিবদ্ধ উলঙ্গ নারীদের রাস্তায় ফেলে ধর্ষণ, ধর্ষণের পর গুলি করে হত্যা, পেট কেটে ফেলে রাখা, নগ্ন শরীরে আকাশের দিকে মুখ করে পড়ে থাকা মৃতদেহের দৃশ্য।

সে রাতের পর পালাতে গিয়ে **ডেভিডে**র দেখা হয় পূর্বপরিচিত **নাজমার** সঙ্গে। এরপর নাজমাকে একটা নতুন জীবন দেওয়ার অঙ্গীকারে সে ছুটে চলে। শেষ পর্যন্ত নাজমা নামের এই আশ্চর্য কালো মেয়েটি হয়ে ওঠে ১৯৭১-এর পূর্ব বাংলার নির্যাতিত-নিপীড়িত মা-বোনদের প্রতীক।

-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ

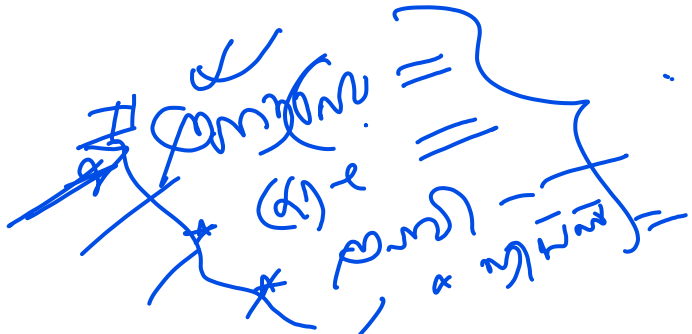

বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্রমূলে স্থাপন করে হুমায়ূন আহমেদের (১৯৪৮-২০১২) মতো একক কোনো শিল্পী ও স্রষ্টা শিল্পের নানা মাধ্যমে সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞার স্বাক্ষর প্রদীপিত করতে সক্ষম হননি। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক এবং চলচ্চিত্রের আয়নায় প্রতিবিম্বকরণে তিনি সবিশেষ অভিনবত্ব ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বিষয়-বৈচিত্র্য, স্বাদ ও স্বাতন্ত্র্যে তার সৃষ্টিকর্মসমূহ নিরন্তর সাধনায় মগ্ন একজন নিষ্ঠাবান শিল্পস্রষ্টার বিশেষত্বের পরিচয়বাহী। তিনি সংখ্যাগত বহুপ্রজতায় এবং মানগত সম্পন্নতার অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। বিশেষ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনাবলির কুশলী ভাষ্যকর হিসেবে তিনি তুলনারহিত।

বাংলাদেশের স্বাধিকার, স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামকে অবলম্বন করে তিনি মোট নয়টি উপন্যাস রচনা করেছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের তিন বছরের মাথায় তিনি **'শ্যামল ছায়া' (১৯৭৪)** উপন্যাস রচনা করেন। এটি 1971 সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অত্যাচারী পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর হাত থেকে বাঁচতে তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে যাওয়ার গল্প। পটভূমিতে যুদ্ধের ছায়া ক্রমাগত উপস্থিত থাকার সাথে গল্পটি বিভিন্ন চরিত্রের গোষ্ঠীর উপর ফোকাস করে যখন তারা নৌকায় করে পথ করে। যুদ্ধের সাথে সাথে যাত্রা যতই এগিয়ে যায়, আমরা যাত্রীদের চরিত্রের বিকাশ দেখতে পাই, যেমন যুদ্ধ এবং তাদের যাত্রা তাদের চরম আত্মার দিকে ঠেলে দেয়। মূলত দেশের জন্য জীবন বিসর্জন দিতে তৈরি একদল মুক্তিযোদ্ধার আত্মত্যাগ বা হুমায়ূন আহমেদের ভাষায় 'ডেডিকেশন' প্রতিভাত হয়েছে এ উপন্যাসে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

'নির্বাসন' (৭৪) উপন্যাসের প্রধান চরিত্র আনিসের সাথে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের আগে চাচাতো বোন জরীর বিয়ে স্থির হয়। যুদ্ধশেষে পঙ্গু অবস্থায় ফেরার কারণে জরীকে আর তার বিয়ে করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে একটি স্বপ্নের স্বাধীন স্বদেশ উপহার দিলেও ঘর-সংসার করার স্বপ্ন তার অধরাই থেকে যায়। আনিসের জন্য এটি মূলত নির্বাসন দণ্ডের শামিল। স্বাধীনতার মতো বড় অর্জনের মাঝে লীন হয়ে যায় আনিসের না পাওয়ার বেদনাদীর্ণ দীর্ঘশ্বাস।

'সৌরভ' (১৯৭৮) উপন্যাসে একদল মানুষের কথা রয়েছে, যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সফিক শারীরিকভাবে পঙ্গু। সে একজন খোঁড়া লোক। এরপরও তার সমস্ত মন পড়ে থাকে যুদ্ধের ময়দানে। মানসিকভাবে সে একজন যোদ্ধা। মূলত মুক্তিযুদ্ধকালীন নানা উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, বিহারিদের লুণ্ঠন, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও আকাশ বাণীর যুদ্ধকালীন প্রচারণা, মিলিটারিদের সাথে এদেশীয় দালালদের সখ্য, যুদ্ধে যোগদানের লক্ষ্যে তরুণদের মেঘালয়ে গমন এবং জনশূন্য অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীর মানুষের জীবনচর্চার চালচিত্র এতে প্রতিফলিত হয়েছে।

আত্মত্যাগী তরুণ তুর্কি বদিউজ্জামানের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে কেন্দ্র করে '১৯৭১' উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। ময়মনসিংহের ছোট্ট একটি গ্রাম নীলগঞ্জে মেজর ইজাজের নেতৃত্বে পাকিস্তানি সেনাদের হিন্দুদের ওপর নির্মম নিধনযজ্ঞ, কৈবর্তপাড়া জ্বালিয়ে দেওয়া, মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান জানার জন্য গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদের নামে অমানুষিক নির্যাতন এবং পরিশেষে মৃত্যুভয়কে তুচ্ছজ্ঞান করে মেজরের মনে ভয় ধরিয়ে দেওয়া রফিকের অসীম সাহসিকতাকীর্ণ দৃশ্যপটের মধ্য দিয়ে লেখক মূলত হানাদার পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বাঙালির বীরোচিত অনমনীয়তার চিত্তের পরিচয় উৎকীর্ণ করেছেন।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

'আগুনের পরশমনি' (১৯৮৬) উপন্যাসে জুলাই মাসে অবরুদ্ধ ঢাকা শহরের সামগ্রিক দৃশ্যপট অঙ্কিত হয়েছে। স্ত্রীর মতামতকে উপেক্ষা করে মতিন মাস্টার কর্তৃক গেরিলাযোদ্ধা বদিউল আলমকে আশ্রয়দান এবং জীবন বাজি রেখে বদিউল আলমের নেতৃত্বে সীমিত অস্ত্র ও গোলাবারুদ দ্বারা ঢাকা শহরে গেরিলা হামলা চালনার অসম সাহসিকতার ভাষাচিত্র অঙ্কিত হয়েছে এ উপন্যাসে।

১৯৭১ সালের মে মাস। অবরুদ্ধ ঢাকায় ভীষণ নিস্তব্ধ রাতের বুক চিরে ছুটছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ির বহর। তীব্র হতাশা, তীব্র ভয়ে কাঁপছে বাংলাদেশের মানুষ। অবরুদ্ধ ঢাকার একটি পরিবারের কর্তা মতিন সাহেব ট্রানজিস্টার শোনার চেষ্টা করছেন মৃদু ভলিউমে। ভয়েস অব আমেরিকা, বিবিসি, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শোনার চেষ্টা করছেন। নব ঘোরাচ্ছেন ট্রানজিস্টারের। হঠাৎ শুনতে পেলেন বজ্রকণ্ঠের অংশ বিশেষ:- 'মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি / রক্ত আরও দিবঃ / এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম / এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। **মতিন সাহেবের** পরিবারে কয়েকদিন পর হাজির হন উনার বন্ধুর ছেলে **বদিউল আলম** বদি এবং তার সাথের মুক্তিযোদ্ধারা একের পর এক অভিযান করে সফলতা লাভ করে। কিন্তু এক এক করে তারা পাক বাহিনীর হাতে বন্দী হয়। ধরা পড়ার পর গেরিলাযোদ্ধা রাশেদুল করিমকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় থু থু ছিটিয়েছেন পাকিস্তানি মেজরের মুখে। হাতের আঙুল কেটে ফেলা হয়েছে তার। মাথা নোয়াননি। অবশেষে **বদিউল আলম** গুলি খান। তাকে সারানোর মত ডাক্তার ঔষধের এর জন্য সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু তিনি কি পারবেন সকাল পর্যন্ত বাঁচতে? তিনি কি আরেকটি সূর্যালোক দেখতে পাবেন? এভাবেই শেষ হয় উপন্যাসটির কাহিনী।

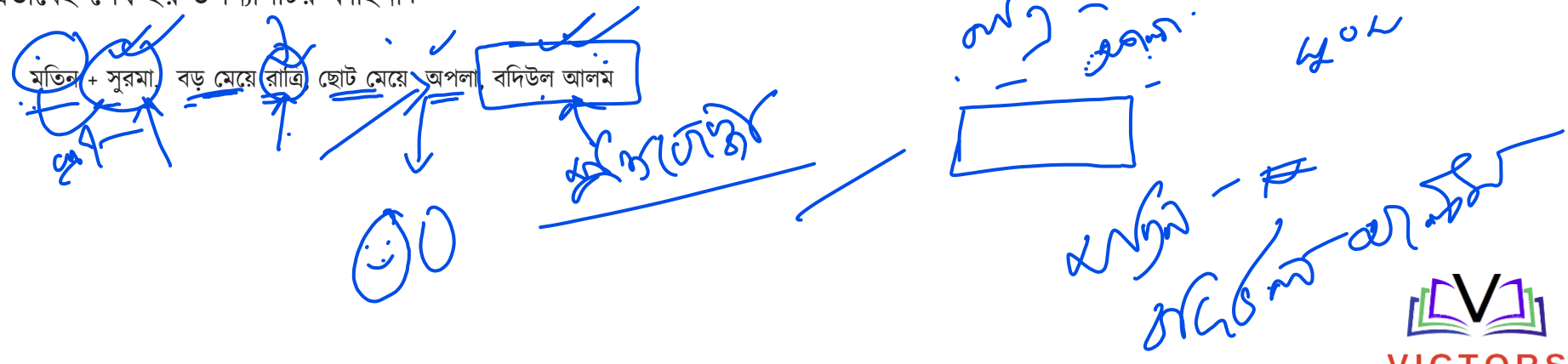

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া কর্তৃক সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর না করে এবং জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে যে অচলাবস্থার অবতারণা করেছিল খোকন চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দু দিয়ে 'সূর্যের দিন' (১৯৮৬) উপন্যাসে সে অস্থির সময়ের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। 'ভয়াল ছয়' নামক কিশোর দলের স্বপ্ন-সংগ্রামের প্রত্যাশা উচ্চকিত হয়েছে এ উপন্যাসে। অন্ধকার রজনী শেষে তারা আনবে একটি সূর্যের দিন। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণভাবে এখানে উঠে এসেছে।

'অনিল বাগচির একদিন' (১৯৯২) উপন্যাসে সাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর যে অবর্ণনীয় ও অকথ্য নির্মম নির্যাতন চালনা হয়েছিল তার ভয়াবহতা অনিল বাগচি চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এ সম্পর্কে স্বদেশ রায় লিখেছেন, 'উপন্যাসটি সত্যিকার অর্থে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একটি ভিন্ন ছবি। কারণ, ঐতিহাসিক সত্যতা রক্ষা করতে গেলে সকলেই স্বীকার করবেন, মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সবর্স্তরের জনগণের পাশাপাশি হিন্দু সম্প্রদায় বেশি বিশেষ নির্যাতনের শিকার হয়েছিল।'

ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পিতাকে হারিয়ে মাসহ ছোট ছোট ভাইবোনদের নিয়ে যে দুর্দশায় নিপতিত হয়েছিলেন, ব্যক্তিগত সে অভিজ্ঞতাকে লগ্ন করে 'জোছনা ও জননীর গল্প' (২০০৪) উপন্যাসটি রচনা করেছেন। প্রধান চরিত্র গৌরাঙ্গের পরিবারের সবাইকে পাকিস্তানি আর্মির প্রাণ সংহার করা ছাড়াও দখলদার বাহিনীর বীভৎস নৃশংসতার বিবিধ অনুষঙ্গে ঠাসা এটি। পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার এ উপন্যাস জুড়ে আছে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি এবং এর অনশ্বর-অগ্নি-উত্তাপ। এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলার প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিছিয়ে থাকা হাছুইন্নাদের মতো অসমসাহসী বীর যোদ্ধাদের বীরত্বগাথা ছাপার অক্ষরে ভাষারূপ দিয়েছেন। এ

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

উপন্যাসের জীবনানুগতা ও মৃত্তিকাসংলগ্নতা প্রসঙ্গে তিনি নিজে লিখেছেন, 'উপন্যাসে বর্ণিত প্রায় সব ঘটনা সত্যি। কিছু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা। কিছু অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে ধার নেওয়া।'

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক হুমায়ূন আহমেদ রচিত শেষ উপন্যাসের নাম দেয়াল' (২০১২)। স্বাধীনতা-উত্তরকালের পটভূমিতে এটি লেখা। এতে দুটি কাহিনি সমান্তরালভাবে বিবৃত করা হয়েছে। এর একটি অবন্তি ও তার গৃহশিক্ষক শফিককে কেন্দ্র করে পল্লবিত হয়েছে। শফিক অনেকটা ভীতু স্বভাবের হলেও পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শহিদ হলে সামরিক শাসনের গুমোট সময়েও রাজপথে দাঁড়িয়ে 'মুজিব হত্যার বিচার চাই' বলে স্লোগান দেয়। উপন্যাসের দ্বিতীয় আখ্যান শুরু হয় মেজর ফারুক-রশীদ-ডালিমের বঙ্গবন্ধু হত্যার পরিকল্পনা দিয়ে আর শেষ হয়েছে ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। একটি আখ্যানে বাংলার ইতিহাসের নানা বাঁক পরিবর্তনের ইতিবৃত্ত তুলে ধরা হয়েছে। অপর আখ্যানে চেনা কিছু চরিত্রের জীবনাচার ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তবে খালেদ মোশাররফ বা কর্নেল তাহের লেখকের যেরূপ সহানুভূতি পেয়েছে, সেরূপ আনুকূল্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাননি বলে মনে হয়েছে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

মূলত ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদের জীবনবোধ ও বিশ্বাসের অতলস্পর্শী গভীরতার সন্ধান মেলে তার মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসে। তার প্রতিভার সফল অধ্যায় হচ্ছে তার রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসসমূহ। নানা বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করলেও নতুন সৃষ্টির পথে তিনি ছিলেন এক ক্লান্তিহীন পরিব্রাজক। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে স্বদেশভূমিকে ভিত্তিমূলে স্থাপন করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মা, মাটি ও মানুষকে সংলগ্ন করে যে ধারার সূত্রপাত করেছিলেন, সেই স্বদেশভিত্তিক ঔপন্যাসিকদের ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে নতুন নির্মিতিতে তিনি সদা সুস্থির থেকেছেন। বিশেষ করে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও জাতিসত্তার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্বে সমগ্র বাঙালি জাতি জীবন বাজি রেখে যে স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, অসীম সাহসিকতাপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধের সে শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনাবলির ভাবনা-ভাষ্যের অনুপম রূপকার হচ্ছেন হুমায়ূন আহমেদ।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নয়টি উপন্যাসে তার স্বদেশ ভাবনাকে মূলীভূত করার মধ্যেই এ মহত্ত্ব নিহিত। পৃথক তার আঙ্গিক, পৃথক তার নির্মাণকৌশল। কাহিনির শক্ত বুনন, গল্প বলার নিজস্ব ঢং, ভাষার প্রাঞ্জল গতি, সরলতা-সহজতা এবং চরিত্র সৃষ্টির অসাধারণত্ব তার মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসকে করেছে হৃদয়গ্রাহী। এ বহুত্ব ও নিজস্ব প্রকরণকৌশলের বিশিষ্টতা ও গুণে হুমায়ূন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসসমূহ বিশিষ্টতার দাবি রাখে। মূলত ব্যক্তি মানুষ হিসেবে তিনি যেমন শিষ্ট ও অমায়িক, তেমনি কথাশিল্পী হিসেবেও তার মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসসমূহ তার অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষরবাহী।

-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

বাউল গান বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকায়ত সংগীতের একটি অনন্য ধারা। এটি বাউল সম্প্রদায়ের নিজস্ব সাধনগীত। আবহমান বাংলার প্রকৃতি, মাটি আর মানুষের জীবন জিজ্ঞাসা একাত্ম হয়ে ফুটে ওঠে বাউল গানে। আরো ফুটে ওঠে সাম্য ও মানবতার বাণী। এ ধারাটি পুষ্ট হয়েছে পঞ্চদশ শতাব্দীর তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের ভাব, রাধাকৃষ্ণবাদ, বৈষ্ণব সহজিয়া তত্ত্ব ও সুফি দর্শনের প্রভাবে। কোনো কোনো ইতিহাসবিদের মতে, বাংলাদেশে বাউল মতের উদ্ভব সতের শতকে। এ মতের প্রবর্তক হলেন আউল চাঁদ ও মাধব বিবি।

বাউল গানের কিংবদন্তি শাহ আবদুল করিমের গান কথা বলে ভাটি অঞ্চলের মানুষের জীবনের সুখ প্রেম-ভালোবাসার পাশাপাশি সকল অন্যায়, অবিচার, কুসংস্কার আর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। তিনি তার গানের অনুপ্রেরণা পেয়েছেন প্রখ্যাত বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহ থেকে।

বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহ এর জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে
- খাচার ভিতর ওচিন পাখি কেমনে আসে যায়
- জাত গেলো জাত গেলো বলে
- মিলন হবে কতো দিনে
- ধন্য ধন্য বলি তারে

শাহ আব্দুল করিমের গান

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

উস্তাদ শাহ আবদুল করিম (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬ - ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৯) হচ্ছেন একজন বাংলাদেশী কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী, সুরকার, গীতিকার ও সঙ্গীত শিক্ষক। তিনি বাউল সঙ্গীতকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। কর্মজীবনে তিনি পাঁচশো-এর উপরে সংগীত রচনা করেছেন। বাংলা সঙ্গীতে তাঁকে বাউল সম্রাট হিসাবে সম্বোধন করা হয়। তিনি বাংলা সঙ্গীতে অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০০১ সালে একুশে পদক পুরস্কারে ভূষিত হন।

বন্দে মায়া লাগাইছে, পিরিতি শিখাইছে
আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম
গাড়ি চলে না
রঙ এর দুনিয়া তরে চায় না
আমি কূলহারা কলঙ্কিনী
কেমনে ভুলিবো আমি বাঁচি না তারে ছাড়া
কেন পিরিতি বাড়াইলারে বন্ধু

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

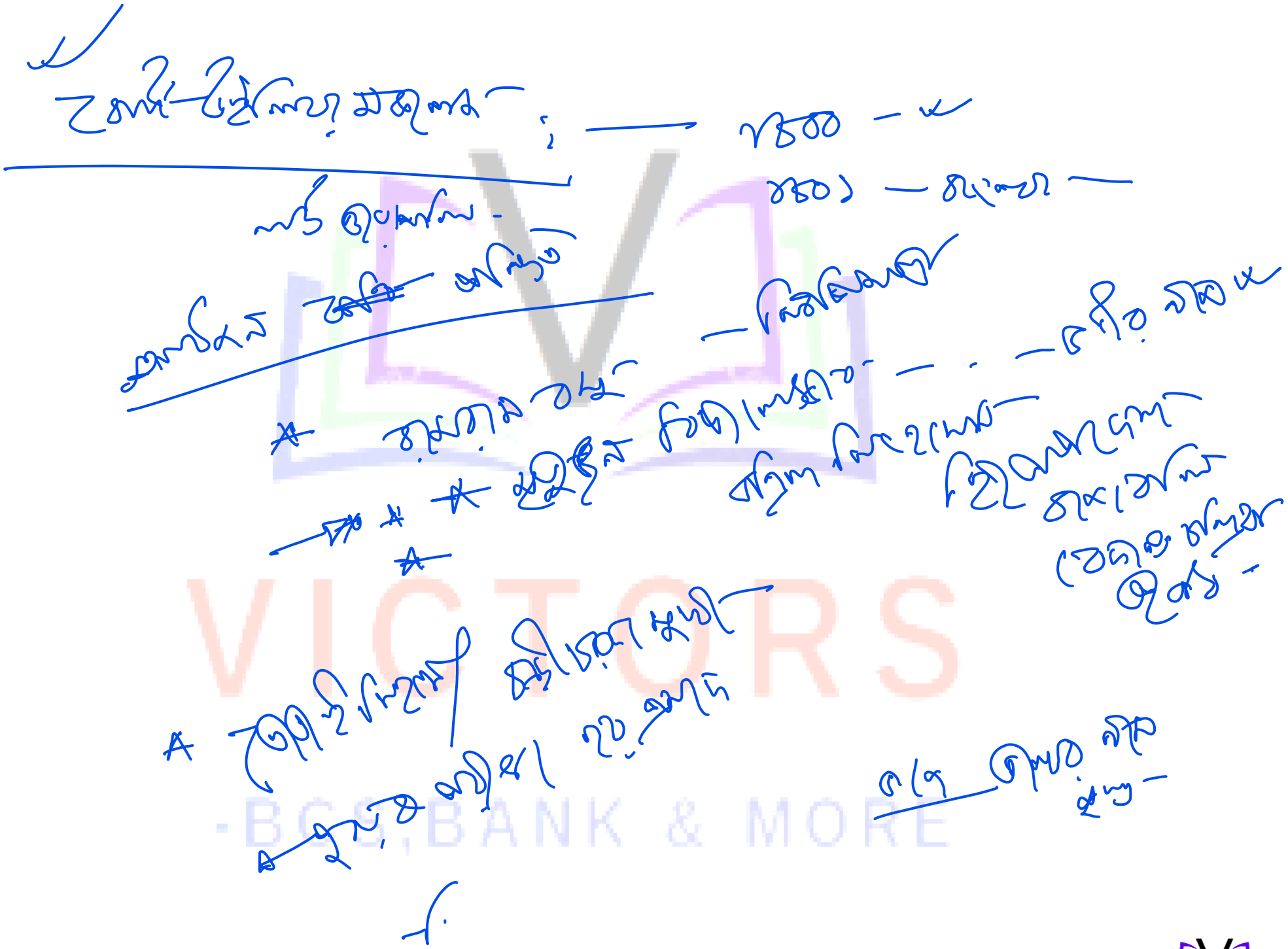

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ; — ১৮০০ —

১৮০১ — বাংলা —

লর্ড ওয়েলেসলি -

অধ্যক্ষ ~~উইলি~~ উইলিয়াম — উইলিয়াম কেরি

* রামরাম বসু — রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র

* * মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার — বত্রিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ, রাজাবলি, বেদান্ত চন্দ্রিকা, প্রবোধ চন্দ্রিকা -

* [illegible] — [illegible] মুন্সী — [illegible]

* [illegible] — [illegible]

এক — [illegible] -

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

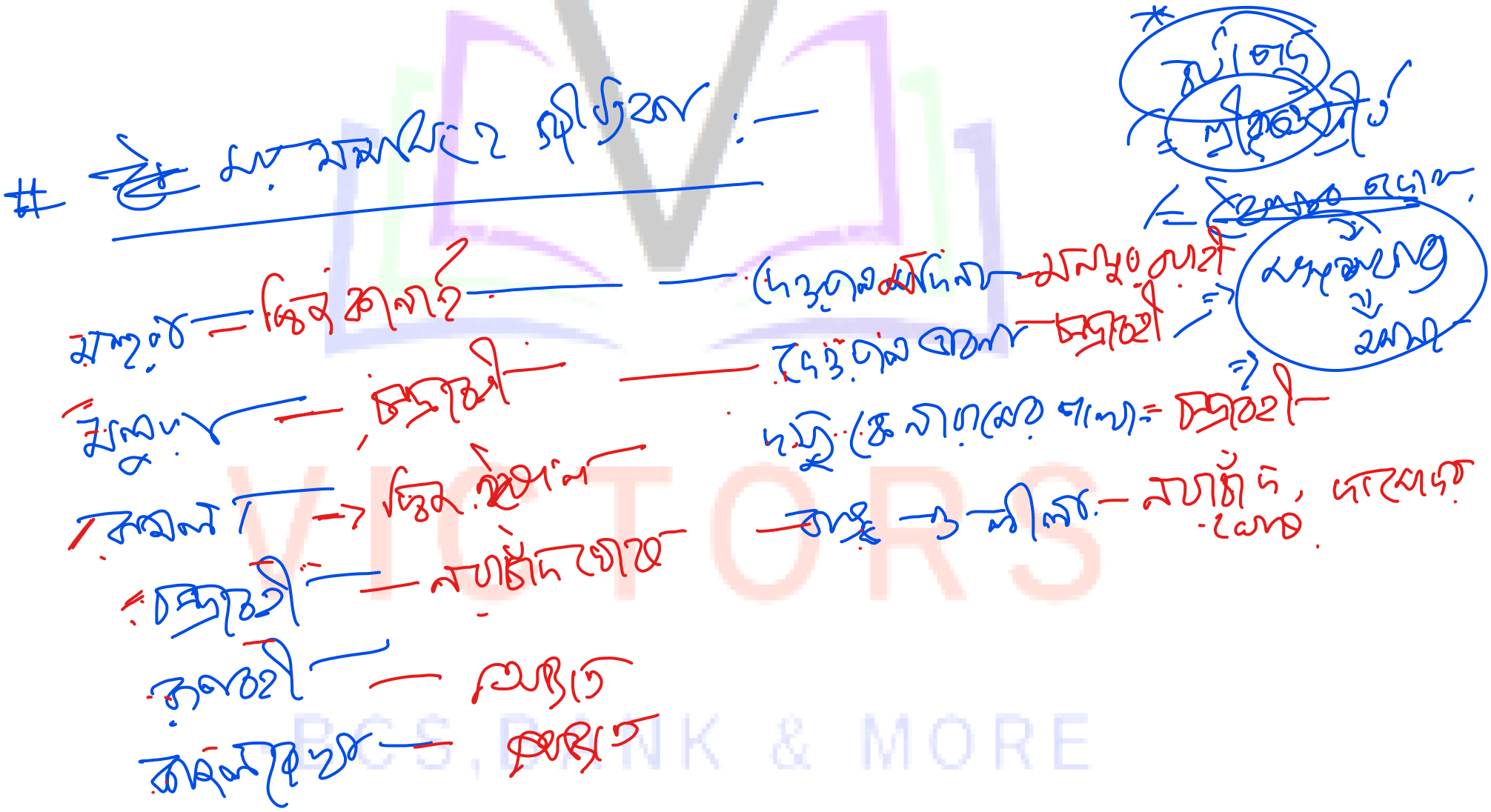

VICTORS
BCS, BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

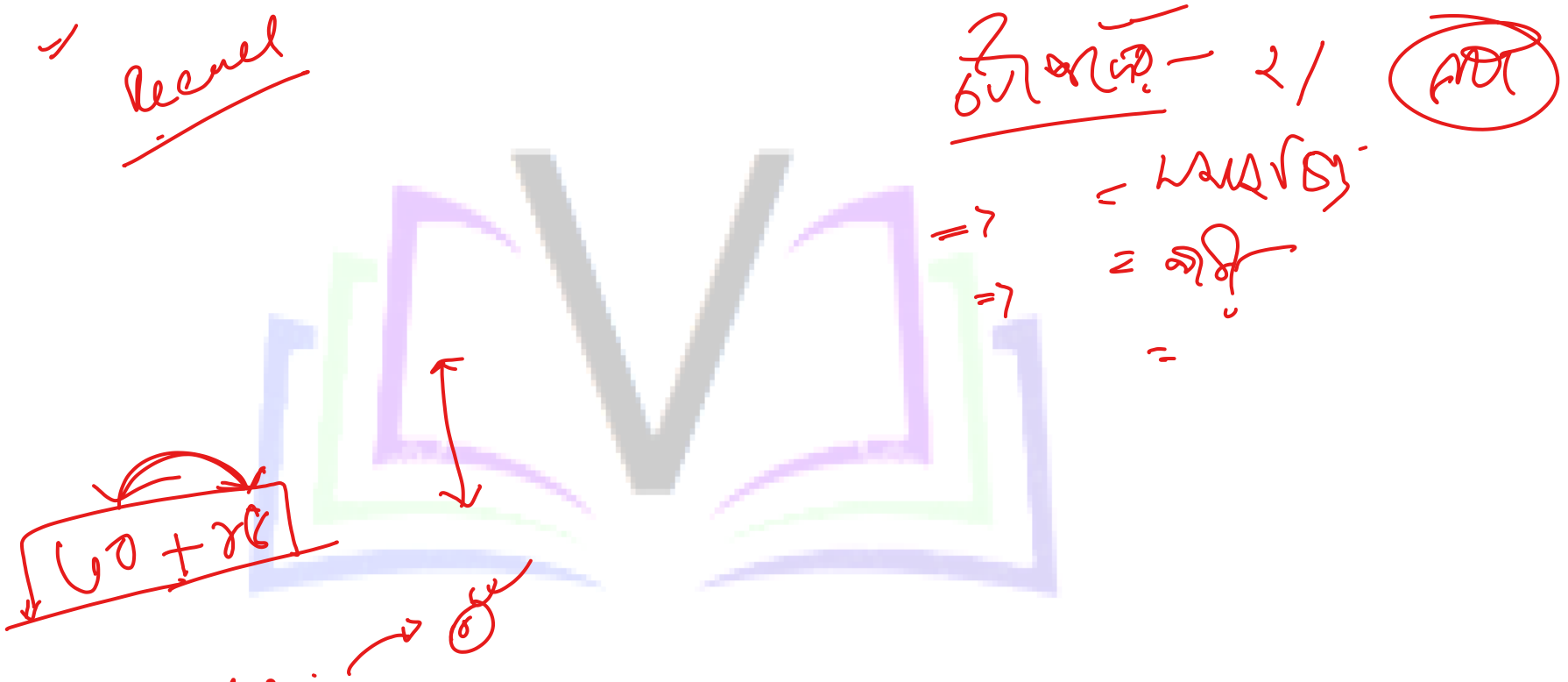

৬০ + ২৫

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE